বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রী ঃ— দিনমণি বিদায় মাগে	২৫৫
সারং (শুদ্ধ) ঃ— চল সখি শ্যাম	২৫৬
সাহানা ঃ— যশোমতী নন্দন	২৫৭
সিন্ধু ঃ— আঁখি পলক নাহি	২৫৯
সোহিনী ঃ— জাগরণে কাটে, কি সুর প্রাণে বাজিলরে	২৫৯
হংস ধ্বনি ঃ— আসিল সুন্দরী	২৬১
হংস মঞ্জরী ঃ— জল ভরণে সখি	২৬২
হাম্বীর ঃ— ঝরঝর নয়ন ধারা, গহন মনোকাননে, তারে পরাণ	২৬৩
হিন্দোল ঃ— দখিন মলয় বঁধু, চঞ্চল মধুকর ফুল	২৬৫
অগ্রসর শিক্ষার্থীর প্রতি নির্দেশ	২৬৫

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

সঙ্গীতের উৎস

পঞ্চানন আর শ্রীপার্বতীর
শ্রীমুখ হইতে সৃষ্টি,
হে গীত, বাদ্য, নৃত্য! করিছ
স্বরগের সুধা বৃষ্টি ;
মহা ব্যোম জুড়ি' ধ্বনিছে প্রণব—
সুরের প্রথম ছন্দ ;
নিজে মহাকাল লয়ের স্বরূপ
সঙ্গীত মহানন্দ।

সপ্তস্বরে দেবতার অধিষ্ঠান

সপ্ত স্বরের উৎস যে স্বর ষড়জ নামটি তা'র,
অগ্নি সেথায় অধিষ্ঠিত সৃষ্টির মূলাধার।
ঋষভে ব্রহ্মা করেন বিরাজ, গান্ধারে বীণাপাণি,
দেবাদিদেবের আশ্রিত স্বর মধ্যম বলে জানি।
পঞ্চমে চির-চঞ্চলা দেবী লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান,
ধৈবতে গণপতির আবাস, সিদ্ধি করেন দান।
নিষাদে দীপ্ত সূর্য দেবতা করেন অবস্থান,
সপ্ত স্বরের সাধনায় হয় সপ্ত-দেবতা-ধ্যান।

"ন হি গানাৎ পরং তপঃ"

"পূজা কোটিগুণং স্তোত্রং
স্তোত্রাৎ কোটিগুণং জপঃ
জপাৎ কোটিগুণং গানং
গানাৎ পরতরং ন হি"